আমাদের ঐক্য আমাদের সংগঠন
আমাদের সংগঠন আমাদের শক্তি
আমাদের জলাভূমি আমাদের সম্পদ
আমাদের সম্পদ আমাদের উন্নয়ন
আমাদের উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন

বিল ব্যবহারকারী সংগঠন পরিচালনা নির্দেশিকা

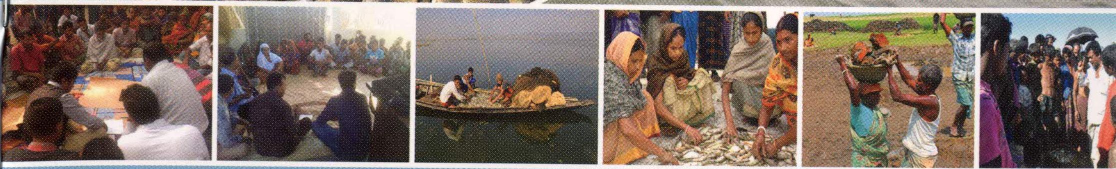

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নভেম্বর, ২০১৭

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১) আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
Tel : 880 2 58155581; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: pd.hfmlip@lged.gov.bd;
For more information visit:http://www.lged.gov.bd/ProjectLibrary.aspx?projectID=290

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্তা

বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে দেশের বিদ্যমান দারিদ্রতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তার সুষ্ঠু বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি এলাকা ও স্তরের জনগনের, বিশেষ করে হত-দরিদ্রের জীবনমান উন্নয়নে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় হাওর অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকার আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক আট বছর মেয়াদী প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটি একটি জীবনমান উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প যা সরকারের দারিদ্র বিমোচন অঙ্গিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার বিল ও হাওর সমূহে অভীষ্ঠ দরিদ্র জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের অংশগ্রহনের দ্বারা বিল সম্পদের স্থায়িত্বশীল সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ও জলজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জনগনের আয় বৃদ্ধির সাহায্যে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার বিস্তৃত বিল ও হাওর "জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯" এর আলোকে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। তদ্‌লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিল ও হাওরের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কারিগরি ও সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপদান করা নিতান্তই অপরিহার্য। তদ্‌প্রেক্ষিতে বিল ও হাওরে সমাজভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিল ব্যবহারকারী সদস্যদের দায়িত্বাবলী দক্ষতার সাথে পালনের উদ্দেশ্যে "বিল ব্যবহারকারী সংগঠন পরিচালনা নির্দেশিকা" প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমার বিশ্বাস, স্থায়ীত্বশীল সমাজভিত্তিক বিল ও হাওর ব্যবস্থাপনায় এ নির্দেশিকাটি গতিশীলতা আনবে এবং প্রকল্পভূক্ত বিল ব্যবহারকারী সংগঠনকে একটি স্থায়ীত্বশীল সংগঠনে রূপান্তরিত করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

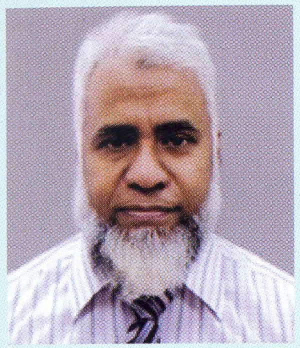

প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রসঙ্গ কথা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি জাইকার অর্থায়নে বিগত ২০১৪ সন থেকে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলায় বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

এ প্রকল্পের "মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন" অঙ্গের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্রকল্প এলাকার বিস্তৃত বিল/জলমহাল সমূহ সরকার ঘোষিত "জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯" এর আলোকে একটি সুসংগঠিত সমাজভিত্তিক স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন পূর্বক বিলের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী দরিদ্র জেলে সম্প্রদায়কে বিল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা। তাই স্থায়ীত্বশীল সমাজভিত্তিক বিল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় মৎস্যজীবিদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সংগঠিতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তদসংশ্লিষ্ট কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিল/জলমহাল প্রকল্পের আওতাধীন স্থানীয় মৎস্যজীবিদের নিকট দীর্ঘ মেয়াদে হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পে হস্তান্তরিত এ সকল জলমহাল যাতে সুষ্ঠভাবে স্থায়ীত্বশীল সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা যায় তৎলক্ষ্যে জলমহাল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কারিগরী দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা প্রনয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি দ্বারা প্রকল্পভূক্ত দরিদ্র মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠী বিল/জলমহাল ব্যবস্থাপনায় বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমি আশা করছি।

সেখ মোহাম্মদ মহসিন

পরিভাষা

বিএমসি	ঃ	বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি যা 'নির্বাহী পরিষদ' বলে গণ্য হবে।
বিইউজি	ঃ	বিল ব্যবহারকারী দল যারা 'সাধারন পরিষদের সদস্য' বলে গণ্য হবে।
বিল	ঃ	প্লাবনভূমির গভীরতর অংশ যেখানে মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের বেঁচে থাকার মত নূন্যতম গভীরতায় সারা বৎসর বা বছরের কিছু সময় পানি থাকে।
মৎস্য সংরক্ষণ আইন	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের The protection and conservation of fish, 1950 & Amendment, 2002.
হাওর	ঃ	পাহাড়ী পাদদেশ এলাকার দুই বা ততোধিক নদীর উপত্যকায় অবস্থিত নিচু প্লাবনভূমি অঞ্চল যা বছরের ৬-৭ মাস প্লাবিত অবস্থায় থাকে।
জাইকা (JICA)	ঃ	জাপানী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (Japan International Co-Operation Agency)
জলমহাল	ঃ	সরকারী মালিকানা জলাভূমি
এমওইউ	ঃ	সমঝোতা স্মারক
মৎস্য অভয়াশ্রম	ঃ	একটি জলাশয়ের আংশিক বা পূর্ণ গভীরতর জল এলাকা যা সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষিত এবং যেখানে মাছ আহরণ বা যে কোন কর্মকান্ড সারা বৎসর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে।
প্রকৃত মৎস্যজীবি	ঃ	যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধাণতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গন্য হবেন।

প্রথম প্রকাশ	ঃ	নভেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ	ঃ	নভেম্বর ২০১৭

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	অনুচ্ছেদ ০১ : বিইউজি গঠনের মূলনীতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
২	অনুচ্ছেদ ০২ : কার্যক্রম	২
৩	অনুচ্ছেদ ০৩ : বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩
৪	অনুচ্ছেদ ০৪ : বিইউজি-এর সদস্যপদ	৪
৫	অনুচ্ছেদ ০৫ : বিল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিএমসি	৭
৬	অনুচ্ছেদ ০৬ : সভা	১১
৭	অনুচ্ছেদ ০৭ : মৎস্য আহরণের নিয়মাবলী	১৩
৮	অনুচ্ছেদ ০৮ : লভ্যাংশ ব্যবস্থাপনা	১৫
৯	অনুচ্ছেদ ০৯ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৬
১০	অনুচ্ছেদ ১০ : নীরিক্ষা	১৭
১১	অনুচ্ছেদ ১১ : নির্দেশিকা সংশোধন	১৮
১২	অনুচ্ছেদ ১২ : সংগঠনের স্থায়িত্ব	১৮
১৩	অনুচ্ছেদ ১৩ : নিবন্ধীকরণ	১৯
১৪	অনুচ্ছেদ ১৪ : উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা	১৯
১৫	অনুচ্ছেদ ১৫ : জলমহালের ভূমি ব্যবস্থাপনা	১৯
১৬	অনুচ্ছেদ ১৬ : সংগঠনের বিলোপ সাধন	২০
১৭	অনুচ্ছেদ ১৭ : প্রত্যয়ন	২০
১৮	অঙ্গীকারনামা	২১

অনুচ্ছেদ ১ ঃ বিইউজি গঠনের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ধারা ১ ঃ মূলনীতি

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)-এর সহায়তায় গঠিত একটি সমাজ ভিত্তিক সংগঠন যা সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ এর ৩(ক) ধারা মোতাবেক ভূমি মন্ত্রনালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি মোতাবেক এবং প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক পরিচালিত হবে।

ধারা ২ ঃ লক্ষ্য

সমাজ ভিত্তিক স্থায়ীত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিল ও তৎসংলগ্ন জলাভূমি এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ পূর্বক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি বিলে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র মৎসজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

ধারা ৩ ঃ উদ্দেশ্য

ক. বিল বা জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবি (নারী ও পুরুষ) তথা জেলেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ।

খ. বিলের প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ করে মৎস্য উৎপাদন ও জলজ জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন।

গ. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও অন্যান্য পরিবেশ আইন অনুসরণ করে বিলের সর্বোচ্চ স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।

ঘ. মৎস্য সংরক্ষণ আইনে বর্ণিত অবৈধ জাল, জালের ফাঁস ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদ্ধতি অনুসরণ করে মৎস্য আহরণ না করা।

ঙ. প্রশিক্ষণ ও অনুরূপ অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মৎসজীবিদের বিল ব্যবস্থাপনায় কারিগরী, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।

চ. বিল সম্পদ উন্নয়নের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

ছ. বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

জ. বিল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও আহরণের মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল উন্নয়ন করা এবং

উক্ত তহবিল ব্যবহার করে স্থানীয় পর্য্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে বিকল্প আয়বর্ধন মূলক কর্মসূচী পরিচালনা করা।

ঝ. স্থানীয় পর্য্যায়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণমূলক সকল প্রকার কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ কার্যক্রম

ক. মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করে তাদের সমন্বয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তা স্থায়ীত্বশীল ভাবে চলমান রাখা।

খ. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও পরিবেশ আইন এর প্রযোজ্য ধারা অনুসরণ পূর্বক মৎস্য ও বিল সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা।

গ. সাংগঠনিক সঞ্চয় ও সদস্যদের অনুদানের মাধ্যমে তহবিল উন্নয়ন করা এবং উক্ত তহবিলের সাহায্যে বিলের বাৎসরিক ইজারা মূল্য প্রদান, বিল সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

ঘ. সংগঠনের নিয়মিত সভা করা এবং উক্ত সভাসমূহে সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

ঙ. অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও বেশীরভাগ সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিলের প্রতিবেশ ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

চ. বিলের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার স্থাপন, প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড/মেসেজ বোর্ড স্থাপনসহ সীমানা সংরক্ষণমূলক কাজ ও বিল খননসহ যাবতীয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা।

ছ. বিলের খননকৃত এক বা একাধিক অংশে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা এবং কঠোরভাবে মৎস্য অভয়াশ্রমে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা ও অভয়াশ্রম সংরক্ষণ করা।

জ. বিল সংলগ্ন সম্ভাবনাময় নীচু জমিতে বিল নার্সারী স্থাপন পূর্বক উক্ত বিল নার্সারীতে পোনা মজুদ ও লালন পালন করা এবং পরবর্তীতে তা বিলে মজুদ করা।

ঝ. বিল, খাল ও হাওড় বেসিনের অন্যান্য উপযোগী অংশে জলজ বনায়ন করা এবং তা সংরক্ষণ করা।

ঞ. বিইউজি সদস্যদের মধ্যে একক বা দলীয় ভাবে তুলনামূলক কম খরচে মৎস্য আহরণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ট. বিল ও বিল সংলগ্ন অন্যান্য জলাভূমি হতে আহরিত মাছের বাছাই করণ, হিমায়িত করণ বা

শুষ্ক করণ অথবা অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে মাছের মূল্য সংযোজনী দ্রব্য উৎপাদনে (Value Addition) উদ্যোগ নেয়া এবং উক্ত কার্যক্রমে জেলে পরিবারের নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঠ. বিল সংলগ্ন কৃষি জমিতে সেঁচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কাজ করা।

ড. আহরিত মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ বিপননে বাজার সৃষ্টি ও মৎস্যজীবিদের সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত করা ।

ঢ. বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারী, বেসরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা।

ণ. বিলের সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মাছ আহরণে উদ্ভুত যে কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা।

ত. প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের দিবস ও সপ্তাহ পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

থ. বিলে মৎস্য আহরণ পূর্বক প্রাপ্ত আয়ের লভ্যাংশ বিইউজি এর সকল সদস্যদের মাঝে সাম্যতার ভিত্তিতে (equitable) বন্টন নিশ্চিত করা।

দ. বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বিইউজি এর তহবিলের উন্নয়ন ঘটানো এবং উক্ত তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি মূলক সফল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।

ধ. প্রকল্পের চাহিদা মাফিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রদান ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। বিইউজিকে নিবন্ধীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিলের তীরবর্তী বা নির্বাচিত বিল সংলগ্ন গ্রামের প্রকৃত মৎস্যজীবি যারা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জেলে হিসেবে তালিকাভূক্ত এবং আইডি কার্ডধারী তাদের নিয়েই বিল ব্যবহারকারী সংগঠন গঠন করা হবে, যা বিল ব্যবহারকারী দল (বিইউজি) হিসেবে পরিচিত হবে এবং তা দলটির সাধারণ পরিষদ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে পিআরএ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রকৃত জেলে কোন কারণে মৎস্য অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত আইডি কার্ডধারী নয় এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল জেলেদেরকেও সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বিইউজি সদস্য পদের জন্য বিবেচনা করা হবে। প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিইউজি'র মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম ৩০ শতাংশ অবশ্যই মহিলা সদস্য হতে হবে। আবার উক্ত মহিলা সদস্য জেলে পরিবার

প্রধান অথবা জেলে পরিবারের সদস্য হতে হবে। বিল ব্যবহারকারী দল থেকে ৯ জন সদস্যকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) গঠিত হবে যারা সংগঠনের নির্বাহী বা কার্যকরী পরিষদের সদস্য হবেন। উল্লেখ্য যে, বিল ও তৎসংলগ্ন জলাভূমি এলাকার অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিন্তু প্রকৃত মৎস্যজীবি নয় এমন ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পের পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হবেন ।

ধারা ১ ঃ বিইউজি-এর সদস্য সংখ্যা

একটি বিইউজি-এর সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ বিষয়াদির উপর নির্ভর করবে ঃ

ক. বিলের আয়তন (একর)

খ. বিলের বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদনশীলতা (কেজি/একর)

গ. বিল নির্ভরশীল গ্রাম/গ্রাম সমূহের মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা

বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করে একটি বিইউজি কমপক্ষে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট হবে, তবে বাস্তবতার নিরিখে সংখ্যার তারতম্য হতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ বিইউজি-এর সদস্যপদ

ধারা ১ঃ বিইউজি-এর সদস্য হবার যোগ্যতা ঃ

ক. মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ও আইডি কার্ডধারী মৎস্যজীবি হতে হবে।

খ. বিলের তীরবর্তী অথবা বিল নির্ভরশীল গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে বিশেষ করে ধারাবাহিকভাবে যারা বিলের উপর নির্ভরশীল।

গ. নিজস্ব আবাদ যোগ্য জমির পরিমান ২ একরের নীচে হতে হবে।

ঘ. মৎস্য অধিদপ্তরে নিবন্ধিত নয় কিন্তু প্রকল্পের নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত জরিপে প্রকৃত জেলে হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সে সকল ব্যক্তি সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নের ভিত্তিতে বিইউজির সদস্য হতে পারবেন।

ঙ. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনে প্রকৃত ও নিবন্ধিত মৎস্যজীবি পরিবারে মহিলারাও সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

চ. বয়সসীমা হতে হবে ১৮- ৭৫ বছর, তবে শারিরীক ভাবে কর্মক্ষম হতে হবে।

ছ. একই পরিবারের একাধিক সদস্য সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না।

জ. প্রকল্পভুক্ত অন্য কোন বিলের সদস্য থাকলে তাকে সদস্য করা যাবে না ।

ধারা ২ঃ সদস্য ভর্তি প্রক্রিয়া ঃ

ক. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার জন্য প্রকৃত মৎস্যজীবিদেরকে প্রাথমিক ভাবে নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে।

খ. প্রাথমিক ভাবে ভর্তি ফি ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ধরণের চাঁদা প্রদান করতে হবে।

গ. ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।

ঘ. সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত জাতীয় পরিচয় পত্র এবং মৎসজীবি হিসেবে প্রাপ্ত পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ঙ. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের নির্দেশিকা মেনে চলার ঘোষনা সম্বলিত ঘোষনাপত্রে স্বাক্ষর থাকতে হবে।

চ. আবেদন পত্রটি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে।

ছ. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা ৩ঃ সদস্যদের অধিকার, ভূমিকা ও দায়িত্ব

ক. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সকল সদস্য বিলের মৎস্য সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে সমান অধিকার ভোগ করবে।

খ. বিইউজি এর সদস্য হিসেবে পরিশোধ যোগ্য সকল ফি সময়মত পরিশোধে সম্মত থাকবে।

গ. মাছ আহরণের পর্য্যায়ক্রমিক সকল কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের সদিচ্ছা থাকতে হবে।

ঘ. বিল উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণে কার্যকরী অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকতে হবে।

ঙ. বিল সম্পদ সংরক্ষণে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই উক্ত আইন/ধারার পরিপন্থী কোন কাজ নিজে করবে না এবং অপরকে তা করতে বাধা প্রদান করবে।

চ. প্রকল্প বা বিইউজি হতে কোন সুবিধা পেতে হলে সদস্যকে কমপক্ষে বিইউজির ন্যূনতম ৯০% সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

ছ. বিইউজি-এর গঠনতন্ত্র, উপবিধি এবং বিভিন্ন সময় সংগঠন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বা স্থানীয় মৎস্য আহরণ পদ্ধতি যা মৎস্য আইনের প্রতি সাংঘর্ষিক নয় ইত্যাদি সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে।

জ. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ অর্থাৎ বিল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, অন্যান্য উপ-কমিটি ও সকল সাধারণ সদস্যবৃন্দকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঝ. বিইউজি কর্তৃক বিল পাহারার কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তা পালন করতে হবে।

ঞ. বিল সম্পদ এবং ব্যবহারকারী সংগঠনের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা, সমীক্ষা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা করা হবে।

ধারা ৪ঃ সদস্যদের পদত্যাগ, অব্যাহতি

নিম্নোক্ত বিষয়ের নিরিখে একজন বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন অথবা তাকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। সদস্য পদ বাতিল হলে উক্ত সদস্যের সঞ্চয়ের টাকা ফেরত যোগ্য ঃ-

ক. উপযুক্ত কারণ ছাড়া সংগঠনের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে ।

খ. সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও নিয়মাবলীসমূহ পালনে অনীহা প্রকাশ করলে।

গ. স্থায়ী ভাবে বাসস্থান পরিবর্তন অথবা এলাকা ত্যাগ করলে।

ঘ. সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হলে।

ঙ. বার্ধক্যজনিত কারণে, শারিরীক বা মানসিকভাবে কর্মে অক্ষম হলে।

চ. মারা গেলে।

ছ. স্বেচ্ছায় চলে যেতে চাইলে।

ধারা ৫ঃ সদস্যপদের উত্তরাধিকার

ক. সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে মৃত্যু/বার্ধক্য/অসুস্থ্যতাজনিত কারণে তার বিনিয়োগ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার অর্জন ও দায় দায়িত্ব বহনের জন্য প্রত্যেক সদস্য এমন একজন ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার নিয়োগ বা মনোনীত করবেন যিনি উক্ত সংগঠনের সদস্য নহেন।

খ. উক্ত উত্তরাধিকার বা মনোনীত ব্যক্তির তালিকা সংগঠনের নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

গ. উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি পরিবর্তন করতে চাইলে লিখিতভাবে সংগঠনকে জানাতে হবে

ঘ. বিইউজির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তা সকল সদস্যের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৫ঃ বিল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিএমসি

ধারা ১ঃ গঠন এবং সদস্যপদ

বিইউজি এর সাধারণ পরিষদ গঠন করার পর সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে/সর্বসম্মতিক্রমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে। কার্যকরী কমিটির নাম হবে বিল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা বিএমসি। বিএমসির মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে ন্যূনতম ৩ জন অবশ্যই মহিলা সদস্য হতে হবে। উল্লেখ্য যে, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ তিনটি পদের যে কোন একটিতে ১ জন মহিলা থাকা বাধ্যতামূলক। তবে একাধিক হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

বিএমসি এর কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি	১ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
সদস্য/সদস্যা	৫ জন
মোট	৯ জন

ধারা ২ঃ বিএমসি এর মেয়াদ কাল

বিএমসি ন্যূনতম ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদকালের জন্য নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত বিএমসি- এর কোন সদস্যই পর পর দু মেয়াদের জন্য পূণঃনির্বাচিত হতে পারবে না। তবে প্রাথমিক ভাবে গঠিত অনির্বাচিত কোন বিএমসি গঠন হওয়ার তারিখ হতে ৬-৯ মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে তা পুনঃগঠন করতে হবে।

ধারা ৩ঃ বিএমসি নির্বাচন

বিইউজি এর সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বিএমসি কাঠামো নির্বাচন করা হবে। একজন সদস্য একজন প্রার্থীর বিপরীতে শুধুমাত্র একটি ভোট প্রদান করতে পারবেন। গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে বিএমসি নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে বিএমসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে ভবিষ্যতে গঠিত বিল ব্যবহারকারী

সংগঠন কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আওতায় নিবন্ধিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নীতিমালা অনুযায়ী বিএমসি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

ধারা ৪ ঃ বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) বিল ব্যবহারকারী সংগঠন তথা বিইউজি-এর কার্যকরী পরিষদ। অর্থাৎ বিএমসি, বিইউজি- এর সকল প্রকার কাজে প্রতিনিধিত্ব করবে। এ প্রেক্ষিতে গঠিত বিএমসি সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপঃ

সভাপতি

- ➢ বিইউজি এর সকল কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া এবং অগ্রনী ভূমিকা পালন করা।
- ➢ বিইউজি ও বিএমসির নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভা আহবান ও পরিচালনা করা ।
- ➢ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে বিইউজি এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় করা এবং বিইউজি এর প্রতিনিধিত্ব করা।
- ➢ বিল সম্পদ উন্নয়নে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া এবং সকলকে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে উক্ত পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।
- ➢ সংগঠনে সৃষ্ট বা উদ্ভুত যে কোন দ্বন্দ্ব/সংঘাত নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা।
- ➢ বিলে মৎস্য আহরণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ, আহরণ স্থল ও সরঞ্জাম নির্দিষ্ট করে জেলে দল নির্বাচন বিষয়ক কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ➢ বিইউজি /বিএমসি-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখা।
- ➢ বিএমসি এর অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা ।

সাধারণ সম্পাদক

- ➢ সভাপতিকে দাপ্তরিক ও সাংগঠনিক কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- ➢ সংগঠনের সকল নথিপত্র লিখন ও সংরক্ষণ।
- ➢ সংগঠনের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- ➢ আর্থিক লেনদেনে ভূমিকা রাখা, কোষাধ্যক্ষকে সহায়তা করা এবং প্রযোজ্য নথি পত্রে স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর করা।

- ➢ বিলে মৎস্য আহরণ স্থল ও সরঞ্জাম নির্বাচন ও মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণে ভূমিকা রাখা ও তা বাস্তবায়ন করা।
- ➢ সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভা (বিইউজি), কার্যকরী কমিটির সভা (বিএমসি) ও অন্যান্য সভা আহবান করা ও তা পরিচালনায় সহযোগিতা করা।
- ➢ সাংগঠনিক সম্পাদককে সাংগঠনিক কাজে প্রয়োজনীয় সহাযোগিতা প্রদান অথবা তার অনুপস্থিতিতে সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা ।
- ➢ সংগঠনকে অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করা এবং প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করা।
- ➢ প্রকল্প অথবা প্রকল্প অনুমোদিত যেকোন গবেষণা/সমীক্ষা/জরীপ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান

কোষাধ্যক্ষ

- ➢ সংগঠনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা।
- ➢ সংগঠনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিস্তারিত বাজেট প্রস্তুত করা এবং তা অনুমোদন করানো।
- ➢ সংগঠনের সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা, সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস্য হতে প্রাপ্ত আয়, অনুদান ইত্যাদি নির্ধারিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং নিয়মিত ভাবে উক্ত রেজিষ্টারে সভাপতি /সাধারণ সম্পাদকের বা প্রকল্পের মাঠকর্মীর প্রতিস্বাক্ষর নেয়া।
- ➢ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বিলের ইজারা মূল্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা।
- ➢ প্রতি ছয় মাস অন্তর সংগঠনের বিভিন্ন হিসাব বিবরণী তৈরী করা এবং তা সাধারণ সভা/ বিএমসি সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করানো।
- ➢ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব/তহবিল লেনদেন বা পরিচালনা করা।
- ➢ লেনদেন সংক্রান্ত মাসিক ব্যাংক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং বিইউজি ও বিএমসি সভায় তা উপস্থাপন করা।

সাংগঠনিক সম্পাদক

- ➢ সাংগঠনিক সম্পাদকের মূল দায়িত্ব সংগঠনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করে তোলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখা।

- সংগঠনের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, অফিসের যাবতীয় সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, তালিকাভুক্তকরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা
- সংগঠনের মাঝে উদ্ভুত সমস্যা বা দ্বন্দ্ব নিরসনে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- নিয়মিত ও বিশেষ সভা অয়োজনে কার্যকরী সহায়তা প্রদান এবং উক্ত সভাসমূহে সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিল উন্নয়নে স্থাপিত অভয়াশ্রম এবং রোপিত বৃক্ষ ইত্যাদি সংরক্ষণে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করা ।
- সংগঠনের মহিলা সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে সংগঠন কর্তৃক গৃহীত বিকল্প আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করা এবং উক্ত কার্যক্রমসমূহ সফল বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।
- বিইউজি এর মূল্যবোধ ও অধিকার সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করে তোলা বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা।
- বিভিন্ন সামাজিক এবং পরিবেশ দিবস পালনের ব্যবস্থা করা।

নির্বাহী সদস্য

বিএমসি এর নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনায় সদস্যগণ সহযোগিতা করবে এবং নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বভার পালন করবে।

- বিএমসি সভায় নিয়মিত সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।
- বিল সম্পদ সংরক্ষণ মূলক গৃহীত কার্যক্রম যথা মৎস্য অভয়াশ্রম, জলজ বৃক্ষরোপন, স্থাপিত বিল নার্সারী ইত্যাদি পাহারার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা।
- সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখা।
- সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আরোপিত যেকোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করা।

ধারা ৫ঃ কার্যকরী পরিষদ (বিএমসি) থেকে অব্যাহতি, পদত্যাগ

বিইউজি এর সাধারণ সদস্যের ন্যায় নির্বাচিত বিএমসি এর সদস্য/সদস্যা নিম্নবর্নিত পরিস্থিতিতে অব্যাহতি পেতে পারেন বা পদত্যাগ করতে পারেন ঃ -

ক. সেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন।

খ. বার্ধক্যজনিত কারণে শারিরীক বা মানসিকভাবে কর্মে অক্ষম হলে।

গ. বিএমসি এর পরপর তিনটি সভা অথবা ২টি বাৎসরিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ না করলে।

ঘ. দূর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলে এবং তা প্রমান হলে।

স্বেচ্ছায় অবসরের ক্ষেত্রে নির্বাহী সদস্যকে অবশ্যই লিখিত আবেদনের মাধ্যমে বিএমসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তা বিইউজি-এর পরবর্তী সাধারণ সভায় গৃহীত হওয়ার পর কার্যকরী হবে। দূর্নীতির দায়ে বহিস্কৃত হলে অনুরূপভাবে বিইউজির সাধারণ সভায় তা গৃহীত হওয়া স্বাপেক্ষে কার্যকরী হবে। পদত্যাগী নির্বাহী সদস্য যদি তার পদ ফিরে পেতে চান তবে সংগঠনের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পূনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। বিইউজি এর সাধারণ সভায় উক্ত পদ পূরণের জন্য পূনরায় ভোট হবে। আগ্রহী পদপ্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলে নির্বাচিত হবেন অথবা বিএমসি ঐ পদের জন্য নির্বাহী পরিষদের অপর কোন সদস্যের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন এবং সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। এক্ষেত্রে সৃষ্ট শুন্য পদের জন্য ভোট হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ সভা

ধারা ১ঃ বিইউজি ও বিএমসি এর সভা

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সাধারণ পরিষদ (বিইউজি) প্রতিমাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সভায় মিলিত হবে। উক্ত সভায় বিগত মাসের কার্য্যাবলী আলোচনা/পর্যালোচনা, চলতি কার্যক্রম ও পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে। সভা সংক্রান্ত অপরাপর যে সকল নিয়মাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

ক. বিইউজি এর সভার তারিখ, নির্দিষ্ট দিন ও সময় এবং স্থান উল্লেখ করে রেজিষ্টার খাতায় নোটিশ জারী করতে হবে এবং উক্ত নোটিশে প্রতিটি সদস্যদের স্বাক্ষর নিতে হবে।

খ. সভা আহবানের নোটিশে সভার আলোচ্যসূচীসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

গ. নোটিশে উল্লেখিত এজেন্ডা অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এবং তা কার্যবিবরণীতে পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ হবে।

ঘ. বিইউজি এর কার্যকরী পরিষদ তথা বিএমসি এর সভা পাক্ষিক ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদের অনুরূপ নিয়মাবলী অনুসরণ পূর্বক অনুষ্ঠিত হবে। বিএমসির সভায় সভাপতিত্ব করবেন সভাপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিএমসির অন্য যে কোন সদস্য।

ঙ. প্রকল্পের অভিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিএমসি মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

ধারা ২ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM-Annul General Meeting)

বার্ষিক সাধারণ সভা বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সকল সদস্যগণের অংশগ্রহণে বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় অতিথি পর্যবেক্ষক হিসেবে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট ইউপি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

ধারা ৩ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন ও বাস্তবায়নে অনুসরনীয় কার্য্যাবলীঃ

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সকল সদস্যগণের নিকট বিতরণ করতে হবে এবং নোটিশ রেজিষ্টারে তাদের নামের পাশে স্বাক্ষর নিতে হবে। নোটিশে সাধারণ সভার সময়, স্থান ও এজেন্ডা সমুহ উল্লেখ থাকতে হবে।

সাধারণ সভায় যেসকল বিষয়াদি উত্থাপিত ও আলোচিত হবে তা নিম্নরূপঃ

ক. পূর্ববর্তী বৎসরে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বাজেট ব্যয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদন উত্থাপন ও অনুমোদন।

খ. পরবর্তী বৎসরের কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

গ. আর্থিক বিবরণসহ বহিঃ/অভ্যন্তরীন নীরিক্ষা প্রতিবেদন ।

ঘ. সংগঠনের কার্যক্রম বাস্ততবায়নে উদ্ভুত বিশেষ কোন সমস্যাদি এবং তা উত্তরণের উপায় ও প্রস্তাবনা।

ঙ. বিবিধ।

সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন বিএমসির সভাপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বিএমসির যেকোন সদস্যকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করা যাবে। সাধারণ সভায় এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা/জেলা পর্য্যায়ের কর্মকর্তাগণকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

ধারা ৪ঃ বিশেষ সাধারণ সভা

সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা, বিল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বিলের উপর সংগঠনের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাছ আহরণ ইত্যাদি বিষয়ে মাঝে মাঝেই দ্বন্দ্ব বা বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশেষ সাধারণ সভার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে বিএমসি এর সভাপতি জরুরী ভিত্তিতে ১ (এক) থেকে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে পারবেন।

ধারা ৫ঃ সভার কোরাম

নিয়মিত সভাসহ সকল সভার ক্ষেত্রে সংগঠনের মোট সদস্যের কমপক্ষে ৭০% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। অন্যথায় কোরাম পূর্ণ হবেনা বলে গণ্য হবে। তবে উল্লেখ্য যে সংগঠনের মহিলা সদস্যগনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে কোন একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ মৎস্য আহরণের নিয়মাবলী

বিল ব্যবহারকারী সংগঠন মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও এর ধারা সমুহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক মৎস্য আহরণ করবে। এক্ষেত্র বিইউজি ০৩ (তিন) ধরনের মৎস্য আহরণ পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

ধারা ১ঃ দলগত আহরণ

এক্ষেত্রে বিইউজি-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বিলে দলগতভাবে মৎস্য আহরণ করা হবে। বিইউজি সভার অনুমোদনক্রমে মৎস্য আহরণের দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে একটি মৎস্য আহরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এধরণের দলগত আহরণে বিইউজি-এর সকল জেলে সদস্য অংশ নিতে পারবে ।

দলগত মৎস্য আহরণে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

ক. মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিষিদ্ধ নয় এমন জাল বা মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

খ. ঘোষিত মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকার ভেতর কোন অবস্থাতেই মাছ আহরণ করা যাবে না।

গ. আহরিত মৎস্য একটি নির্ধারিত স্থানে সংগৃহীত হবে।

ঘ. বিইউজি এর মহিলা সদস্যদের অথবা এলাকায় দরিদ্র মহিলাদের সম্পৃক্ত করে আহরিত মাছের পৃথকীকরণ করণ, প্যাকিং ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

ঙ. প্রকল্পে কর্মরত এসএমএস (মৎস্য), এসও (মৎস্য) ও এফএস আহরণকৃত মাছের প্রজাতি,পরিমান ও অন্যান্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবে।

ধারা ২ঃ ব্যক্তিগত আহরণ

বিইউজি এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বিলে তাদের যে কোন জেলে সদস্যকে শুধুমাত্র লাইসেন্সকৃত জালের বিপরীতে ব্যক্তিগত মৎস্য আহরণের অনুমতি দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অবশ্যই পালনীয় ঃ-

ক. বিইউজি এর সদস্য যে জাল দিয়ে মাছ ধরবে তার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি বিএমসি এর নিকট জমা দেবে।

খ. লাইসেন্সকৃত জাল অবশ্যই মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ হতে পারবে না এবং জালের ফাঁস কোন অবস্থাতেই ৪.৫ সে. মি এর নীচে হবেনা।

গ. বিএমসি জালের ধরণ, আহরণ ক্ষমতা, মৌসুম/সময় ও স্থান বিবেচনা করে জালের লাইসেন্স নির্ধারণ করবে।

ঘ. বিইউজি-এর যেকোন সদস্য এবং বিলের উপর নির্ভরশীল এলাকার যেকোন দরিদ্র পুরুষ/মহিলা বিএমসি-এর নিকট ব্যক্তিগত লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং বিএমসি কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে মাছ আহরণ করতে পারবে।

ঙ. ব্যক্তিগত আহরণের ক্ষেত্রেও মৎস্য অভয়াশ্রমের ভেতর কোন অবস্থাতেই মাছ আহরণ করা যাবে না এবং মাছ আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমেও মাছ আহরণ করা যাবে না।

ধারা ৩ঃ ঃ পরিবারের খাওয়ার জন্য মাছ ধরা

ক. বিল সংলগ্ন দরিদ্র গ্রামবাসী তাদের দৈনন্দিন খাওয়ার জন্য স্বল্প পরিসরে ছোট জাল যেমন ঝাঁকিজাল, কোনা জাল, ঠেলা জাল বা বড়শী ইত্যাদি দ্বারা মাছ ধরতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে বিএমসি হতে অনুমতিপত্র নিতে হবে।

খ. আহরিত মাছ প্রধানত তার পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

গ. পরিবারের খাওয়ার জন্য ভরা বর্ষা মৌসুমে মাছ ধরা যাবে।

ধারা ৪ঃ ঃ মৎস্য আহরণে বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা

ক. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও এর ধারাসমূহ অবশ্যই মেনে মাছ আহরণ করতে হবে।

খ. মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জালের ধরণ ও ফাঁস ব্যবহার করতে হবে।

গ. মা মাছ বা পোনা মাছ অবশ্যই ধরা যাবেনা।

ঘ. কাঠা বা পাইল ফিসিং করতে হলে তা মৎস্য আইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে করতে হবে।

ঙ. মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য যথা প্রজাতি বৈচিত্র্য, মোট মৎস্য আহরণ, বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমান, সদস্যপ্রতি লভ্যাংশ বিতরণের পরিমান ইত্যাদি নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

চ. মৎস্য আইন এর ধারাসমূহ ভঙ্গের কারণে যেকোন জেলে বা বিইউজি সদস্যকে জরিমানা করা যাবে। জরিমানা হতে প্রাপ্ত অর্থ বিইউজি এর তহবিলে জমা হবে।

ছ. মৎস্য আইন মেনে মাছ আহরণের জন্য নিয়মিতভাবে প্রচার প্রচারনা চালাতে হবে।

জ. প্রকল্পের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন গবেষণা বা সমীক্ষা চালালে বিইউজি/বিএমসি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবে।

ধারা ৫ঃ মাছ বিক্রয় ও বিপনন নিয়মাবলী

ক. দলগতভাবে আহরিত মাছ বিলের পাড়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংগৃহীত হবে এবং নিলামের মাধ্যমে বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা বৃদ্ধির জন্য মাছ আহরণের যথেষ্ট আগে থেকেই স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে বিএমসি যথেষ্ট প্রচার / প্রচারনা চালাবে।

খ. মাছের বাজার মূল্য বৃদ্ধির জন্য ধৃত মাছের বাছাইকরণ, গ্রেডিং, হিমায়িতকরণ ও প্যাকিং ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে করতে হবে। এসকল কাজে বিইউজির মহিলা সদস্য অথবা এলাকার দরিদ্র মহিলাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে করে তারা উপার্জনের সুযোগ পায়।

গ. মাছ বিক্রয়লব্ধ আয় বিএমসি রেকর্ডভুক্ত করবে এবং ব্যাংক একাউন্টটে জমা করবে।

ঘ. মাছ বিক্রয়ের অর্থ বিক্রয়ের দিন অথবা পরবর্তী কার্য দিবসে অবশ্যই বিইউজি এর ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৮ ঃ লভ্যাংশ ব্যবস্থাপনা

বিলে মৎস্য আহরণ বিইউজি-এর অন্যতম আয়ের উৎস। বিইউজি এর প্রত্যেক সদস্য মৎস্য আহরণে সমানভাবে বা যোগ্যতার উপযুক্ততা বিবেচনায় অংশ নিতে পারবে। এক্ষেত্রে, তিনি মজুরী প্রাপ্ত হবেন। মজুরী প্রদানে নারী বা পুরুষ সদস্যদের মাঝে কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। আহরিত মৎস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে আহরণকারী জেলেদের মজুরী প্রদানের পর অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা করতে হবে। অতপরঃ বিইউজি নিম্নরূপ নিয়মাবলী অনুসরণ করবে ঃ-

ক. ইজারা মূল্য, অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে ব্যয়ের জন্য তহবিল রাখতে হবে।

খ. আপদকালীন তহবিল হিসেবে জমাকৃত টাকার ৩০% টাকা জমা রাখতে হবে বাকী টাকা বিইউজি এর সকল সদস্যদের মাঝে সমভাবে বন্টন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিন্মোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে-

ধারা ১ঃ **তহবিলের উৎস**

- সদস্য ভর্তি ফি ।
- আদায়কৃত চাঁদা।
- সদস্যদের ব্যক্তিগত পাক্ষিক/মাসিক সঞ্চয়।
- মৎস্য আহরণে জাল অনুযায়ী আদায়কৃত লাইসেন্স ফি।
- মাছ ও অন্যান্য উৎপাদিত পন্য থেকে বিক্রয় লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ।
- আদায়কৃত জরিমানা।
- সরকারী অনুদান
- অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়।

ধারা ২ঃ **সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহঃ**

- অফিস ভাড়া ও রক্ষণাবেক্ষণ
- মৎস্য অভয়াশ্রম পাহারা
- মৎস্য অভয়াশ্রমে ব্রাশ পাইল ও অন্যান্য সামগ্রী স্থাপন।
- বিলে কাঠা স্থাপন।
- বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ।
- অভয়াশ্রম স্থাপন
- ফৌজদারি মামলা চালানো সংক্রান্ত ব্যয়
- আইনী সহায়তা সংক্রান্ত ব্যয়।
- মৎস্য সপ্তাহ,পরিবেশ দিবসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী দিবস/সপ্তাহ পালন।
- সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান যথাঃ- এককালীন সহায়তা/ছাত্র বৃত্তি/এলাকায় নলকূপ ও ধর্মীয় উপসনালয় স্থাপন ইত্যাদি।
- অন্যান্য কর্মকান্ডে ব্যয়।

ধারা ৩ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের পক্ষে বিএমসি যেকোন তফশিলী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলবে এবং নিম্নরুপভাবে তা পরিচালনা করবে।

ক. বিএমসি এর সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালিত হবে। তবে ১ জন মহিলা থাকা বাধ্যতামূলক।

খ. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের ব্যাংক হিসাব হতে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে (বিইউজি এর নিজস্ব তহবিল অথবা প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ) বিইউজি'র সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যবিবরনী বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট এসএমএস এর সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী ও জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীর অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

গ. ব্যাংকের স্থিতি প্রতি মাসে হাল নাগাদ করতে হবে এবং বিইউজি এর সাধারন সভায় তা উত্থাপন ও অনুমোদন করাতে হবে।

ঘ. প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন এলজিইডির উপজেলা অফিসে প্রদান করতে হবে। এলজিইডির কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে তা ১৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে বিইউজিকে জানাবে।

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ নীরিক্ষা

ধারা ১ঃ অভ্যন্তরীন নীরিক্ষা

ক. বছরে একবার অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা বাধ্যতামূলক। অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা পরিচালনার জন্য বিএমসি এর বাইরে বিইউজি সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি সর্বসম্মতভাবে গঠন করতে হবে।

খ. বিএমসি উহার যাবতীয় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপস্থাপনে বাধ্য থাকবে।

গ. নীরিক্ষা প্রতিবেদন বাৎসরিক সাধারণ সভায় অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

ঘ. প্রয়োজনে নিরীরক্ষক দলের সদস্যদের প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঙ. নীরিক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বিএমসি ও প্রকল্প মনিটরিং করবে।

চ. নীরিক্ষায় কোন অনিয়ম ধরা পড়লে তা সাথে সাথেই সংশোধন করাতে হবে এবং অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে.যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছ. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি বিলের জন্য মনিটরিং ও অডিট টিম গঠন করা হবে ।

ধারা ২ঃ বহিঃ নীরিক্ষা

প্রকল্প সমাপ্তির পর বিউজি সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধিত হলে সমবায় আইন অনুযায়ী বৎসরে একবার বহিঃনীরিক্ষা করাতে হবে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় আয়-ব্যয় প্রতিবেদন, ভাউচার সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ নির্দেশিকা সংশোধন

ধারা ১ঃ নির্দেশিকা সংশোধন

বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অথবা উদ্ভুত কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) কমপক্ষে ৭০% সদস্যগণের সম্মতি ও অনুমোদনক্রমে পরিচালনা নির্দেশিকা পরিবর্তন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রস্তাব করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ১২ঃ সংগঠনের স্থায়ীত্ব

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক প্রকল্পের নিকট জলমহালসমূহ ৬(ছয়) বছর মেয়াদে হস্তান্তরিত হওয়ায় উক্ত সময় পর্যন্ত জলমহালগুলো প্রকল্প কর্তৃক বিইউজিকে সম্পৃক্ত করে ব্যবস্থাপনা করা হবে। এ সময়ের মধ্যে জলমহালগুলির ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন - প্রকল্প এবং জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে। সন্তোষজনকভাবে ব্যবস্থাপনাধীন জলমহালগুলোর ইজারা মেয়াদ পরবর্তী ৬ (ছয়) বছরের জন্য বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প কর্তৃক পূনরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হবে। ইজারা মেয়াদ পরবর্তীতে বর্ধিত হলে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হলে জলমহালগুলো বিইউজি এর নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। ইজারা মেয়াদ পরবর্তীতে বর্ধিত না হলে জলমহালসমুহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রীয়ভাবে প্রথম পক্ষ যথা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রত্যার্পিত হবে। মেয়াদ শেষে হস্তান্তরিত জলমহালগুলো ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবার পর যে সকল বিল ব্যবহারকারী দল প্রকল্প চলাকালীন জলমহালগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল তাদের কোন দায় দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডি বহন করবে না বা তাদের ব্যাপারে কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ নিবন্ধীকরণ

গঠিত বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিউইজি)-এর আইনগত বৈধতা ও ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে বিউইজি সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায় আইন অনুযায়ী একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে অথবা একটি জনকল্যান মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতে নিবন্ধিত হতে পারে অথবা স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর নিবন্ধন নিতে পারে। বিইউজি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ও বিইউজি এর কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত স্বাপেক্ষে বিইউজি এর নিবন্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪ঃ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা

বিলের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের উন্নয়নের স্বার্থে বিইউজি প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিলের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবে। সম্ভাব্য উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরুপঃ

ক. বিল ও বিল সংলগ্ন খাল পুনঃখনন

খ. সীমানা নির্ধারণের জন্য পাঁকা খুটি স্থাপন

গ. প্রাকৃতিকভাবে সীমানা নির্ধারণের জন্য বৃক্ষরোপন।

ঘ. বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন

ঙ. বিল ও বিল সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপন

এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে এবং প্রকল্পের নির্দেশনা ও সহায়তায় বিইউজি প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করবে। এছাড়াও বিইউজি নিজ উদ্যোগে অভয়াশ্রম ও বনায়নে পাহারাদার নিয়োগ করবে, অবৈধ মৎস্য আহরণ না করার জন্য প্রচারণা চালাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত দিবস/সপ্তাহ পালন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ জলমহালের ভূমি ব্যবস্থাপনা

জলমহাল/বিলের যে সমস্ত অংশ ইতোমধ্যে শ্রেণী পরিবর্তন হয়ে বা ভরাট হয়ে ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সে সমস্ত অংশ যদি জলমহালের নির্দিষ্ট আয়তনের অংশ হয় তবে ব্যক্তিগত ভাবে কেউ উক্ত ভূমি ব্যবহার করতে চাইলে তাকে অবশ্যই বিইউজিকে নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। প্রয়োজনে বিইউজি ফসলের হিস্যা নিবে। বিইউজি বিলের সীমানা নির্ধারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং শ্রেনী পরিবর্তন হয়ে ফসলী জমিতে রূপান্তরিত ভূমির ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করবে। আদায়কৃত উক্ত টাকা বিউজি এর একাউন্টে জমা হবে এবং তা সকল সদস্য সমহারে পাবে।

অনুচ্ছেদ ১৬ ঃ সংগঠনের বিলোপ সাধন

সংগঠনের বিলুপ্তি অত্যাবশকীয় হলে সংগঠনের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত আবেদন রেজুলেশনের কপিসহ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)-এর প্রকল্প পরিচালক বরাবরে আবেদন করা হলে তিনি উক্ত সংগঠনটি বিলুপ্তির নির্দেশ দিতে পারবেন। এ অবস্থায় বিইউজি এর সমস্ত আর্থিক লেনদেন তথা দেনা পাওনার হিসাব চূড়ান্তকরণ পূর্বক প্রকল্প পরিচালক সংগঠনটি বিলুপ্ত ঘোষণা করবেন। এছাড়াও কোন বিইউজি যদি প্রকল্পের নীতিমালা বহিঃর্ভূত পরিচালিত হয় তবে প্রকল্প পরিচালক উক্ত সংগঠনটি বিলুপ্তির নির্দেশ দিতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ১৭ ঃ প্রত্যয়ন

অদ্য ....তারিখ উক্ত নির্দেশিকা প্রকল্প পরিচালক, এইচএফএমএলআইপি-এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত হলো।

স্বাক্ষর

প্রকল্প পরিচালক

অঙ্গিকার নামা

এ নির্দেশিকার উপরোক্ত সকল ধারার সহিত একমত হয়ে নিম্নে স্বাক্ষর করলামঃ

ক্র. নং	বিল ব্যবহারকারীর নাম	পিতা/স্বামী নাম	বয়স	গ্রাম	স্বাক্ষর

ক্র. নং	বিল ব্যবহারকারীর নাম	পিতা/স্বামী নাম	বয়স	গ্রাম	স্বাক্ষর

প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন করা যাবে।